সমকাল

তারিখ 16 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

মিঠাপুকুরে জেএসসি ফরম পূরণে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ

■ মিঠাপুকুর (রংপুর) প্রতিনিধি

মিঠাপুকুরে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। পরীক্ষার ফি, বিদ্যালয় উন্নয়ন, মাসিক বেতনসহ একজন পরীক্ষার্থীকে দিতে হয়েছে ১ হাজার ৮১০ টাকা।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা যায়, প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে বিদ্যালয় উন্নয়নসহ ফি একশ' টাকা, কেন্দ্র ফি দেড়শ' টাকা, বিলম্ব ফি ২৫ টাকা ও রেজিস্ট্রেশন নবায়ন ফি বাবদ ৫০ টাকা নিতে হবে। কিন্তু মিঠাপুকুরের বেশিরভাগ বিদ্যালয়ে শুধু পরীক্ষার ফি নিচ্ছে সাড়ে পাঁচশ' থেকে সাতশ' টাকা পর্যন্ত। এ ছাড়া বিদ্যালয়ের উন্নয়ন ফি, মাসিক বেতনসহ নানা অজুহাতে ২ হাজার ৪৪০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। এবার উপজেলার ৮৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ছয় হাজার শিক্ষার্থী জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। রানীপুকুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের (জেএসসি) পরীক্ষার্থী মাহমুদুল হাসান জানায়, পরীক্ষার ফি, বিদ্যালয় উন্নয়ন, মাসিক বেতনসহ প্রতিষ্ঠানকে দিতে হয়েছে ১ হাজার ৮১০ টাকা। এর মধ্যে শুধু পরীক্ষার ফি বাবদ তার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে ছয়শ' টাকা। শুধু মাহমুদুল হাসানই নয়, ওই বিদ্যালয়ের সব পরীক্ষার্থীর কাছে নানা অজুহাত দেখিয়ে নেওয়া হয়েছে অতিরিক্ত ফি। রানীপুকুর স্কুলের মতো মিঠাপুকুরের প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফরম পূরণ বাবদ অতিরিক্ত ফি আদায় করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

জায়গীর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ছড়ান উচ্চ বিদ্যালয়সহ বেশ কয়েক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘুরে দেখা গেছে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জেএসসি পরীক্ষার ফি বাবদ ছয়শ' টাকা নিচ্ছে। এ ছাড়াও মাসিক বেতন, উন্নয়ন ফিসহ বিভিন্ন অজুহাতে আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে। রানীপুকুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের জেএসসি পরীক্ষার্থী নাছির হোসেন জানায়, পরীক্ষার ফি বাবদ ছয়শ' টাকা ও অন্যান্য ফিসহ ১ হাজার ৭৭০ টাকা দিয়েছি। জায়গীর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী রাকিব হাসান জানায়, পরীক্ষার ফি ৫৫০ টাকাসহ ১ হাজার ৫৭০ টাকা দিতে হয়েছে তাকে। রানীপুকুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল্লাহেল কাফী অতিরিক্ত ফি আদায়ের সত্যতা স্বীকার করে বলেন, গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তে ফরম পূরণে ছয়শ' টাকা করে নেওয়া হচ্ছে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জাহিদুল হক বলেন, এ বিষয়ে কেউ অভিযোগ করেননি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।